অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক

প্রয়াত উপাচার্য স্মরণে

বিশেষ স্মরণিকা

জন্ম- ১ জুলাই ১৯৫৭ মৃত্যু- ১১ নভেম্বর ২০২৩

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর ২০২৩, অগ্রহায়ণ ১৪৩০

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে ২ জুন, ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক যোগদান করেন।

উল্লেখ্য, ০১/০৬/২০২১ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর-এর আদেশক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এক অফিস আদেশের মাধ্যমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫ এর ১০ (১) ধারা অনুসারে তাঁকে ভাইস-চ্যান্সেলর পদে পরবর্তী চার বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ

অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক-এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক

১৯৫৭ সালে পাবনা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে মো. ইমদাদুল হক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইফাজ উদ্দিন মোল্লা এবং মাতার নাম জায়েদ খাতুন।

তিনি ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। শিক্ষাজীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'Specialization in Plant Breeding & Biotechnology'-এর উপর পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

এছাড়াও তিনি জার্মানের University of Hannover -এর Molecular Genetics বিভাগ থেকে Plant Biotechnology ও Genetic Transformation-এর উপর ২০০০, ২০০৩ ও ২০০৪ সালে এবং যুক্তরাষ্ট্রের University of California-এর Department of Botany and Plant Sciences থেকে ২০১০ সালে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেন।

তিনি ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, হংকং, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মান, চীন, নেদারল্যান্ডস্, অস্ট্রিয়া, ইটালি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর, মালয়েশিয়া, কাতার, দক্ষিণ কোরিয়া, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা, পেরুসহ বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রায় ৪০টি সেমিনার, কনফারেন্স ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রায় ৭৯টি তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'Biosafety of Genetically Modified Organism: Basic Concepts, methods and issues' এবং 'Role of Biotechnology in Food Security and Climate Change. Proc. Sixth Intl. Plant Tissue Cult. & Biotech' শিরোনামে দুইটি আন্তর্জাতিক প্রকাশনায় তিনি এডিটরের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিতে ২০১৬ সালে সহ-সভাপতি, ২০১৭ সালে কার্যকরী সদস্য এবং ২০১৮ সালে সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি জার্মানের Alexander von Humboldt Foundation-এর Fellow, International Association for Plant Biotechnology (IAPB)-এর National Correspondent এবং FOA-GM-Food Platform এর বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ছিলেন।

তাঁর অধীনে অনেক শিক্ষার্থী মাস্টার্স, এম.ফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। তাঁর অধীনে অসাধারণ পিএইচ.ডি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য ছয় শিক্ষার্থী 'পিএইচ.ডি ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। এছাড়াও জার্মানে Sandwich Programme of DAAD-এর আওতায় তাঁর অধীনে পিএইচ.ডি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করে দুইজন শিক্ষার্থী 'পিএইচ.ডি ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। এছাড়া দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি পরীক্ষায় তিনি নিয়মিত External Examiner হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে তাঁর কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ভিয়েনার International Atomic Energy Agency (IAEA)-এর Consultant, Food and Agriculture Organization (FAO)-এর Biotechnology Consultant এবং National Lead Biotechnology Consultant হিসেবে কাজ করেছেন।

পেশাগত বিভিন্ন সংগঠনেও তিনি সংশিষ্ট ছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। Bangladesh Botanical Society, Bangladesh Association for the Advancement of Science (BAAS), Bangladesh Association for Plant Tissue Culture & Biotechnology (BAPTC&B), International Association for Plant Biotechnology (IAPB), Plant Breeding and Genetics Society of Bangladesh, Indian Science Congress Association (ISCA), International Society of Plant Morphologists, Alumni Association of German Universities in Bangladesh এবং Dhaka University Botany Alumni Association (DUBAA)-এর আজীবন সদস্য ছিলেন।

দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি Bangladesh Association for Plant Tissue Culture & Biotechnology (BAPTC&B)-এ বিভিন্ন মেয়াদে যুগ্ম সচিব ও সাধারণ সম্পাদক, Bangladesh Botanical Society (BBS)-এর যুগ্ম-সচিব, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, ট্রেজারার, সাধারণ সম্পাদক, মহাসচিব-এর দায়িত্ব পালন করেন।

এছাড়াও তিনি সাংগঠনিকভাবে প্রথম থেকে ৫ম International Plant Tissue Culture Conference-এর আয়োজক কমিটির যুগ্ম-সচিব, Plant Tissue Culture & Biotechnology Conference 2008-এর সচিব, Training on National Bio-safety Under FAO Project-এর সমন্বয়ক এবং 6th International Plant Tissue Culture & Biotechnology Conference-এর আয়োজক কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি Bangladesh Accreditation Board (BAB)-এ শিল্প মন্ত্রণালয় মনোনীত প্রতিনিধি ও National Institute of Biotechnology-NIB (গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা)-এর Expert Member। এছাড়াও তিনি জয়নুল হক সিকদার মেডিকেল কলেজ (রায়ের বাজার), আপডেট ডেন্টাল কলেজ (টঙ্গী, গাজীপুর), বাংলাদেশ কলেজ অব হোম ইকোনোমিক্স (গ্রীণরোড, ঢাকা), জাতীয় ইকোনোমিক্স কলেজ এবং ময়মনসিংহ হোম ইকোনোমিক্স কলেজের সদস্য ছিলেন।

পারিবারিক জীবনে ড. মো. ইমদাদুল হকের সহধর্মিনী নুরুন নাহার বেগম গৃহিণী। তাঁর স্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক

২ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নেয়ার জন্য সাধ্যমতো কাজ করেছেন।

তাঁর সর্বপ্রথম পরিকল্পনা হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-কে আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ। এজন্য প্রথম যে বিষয়টি তিনি নজরে আনেন- তা হলো গবেষণার মান উন্নয়ন। গবেষণার মান উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হচ্ছে। তিনি যোগদানের পর গবেষণায় বাজেট আরো বাড়িয়েছেন এবং মৌলিক গবেষণার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে স্পেনের সিমাগো ইনস্টিটিউশন র‍্যাংকিং-২০২২ এর প্রকাশিত ফলাফলে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে রসায়ন বিষয়ে গবেষণা সূচকে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা কার্যক্রমে পারস্পরিক সহযোগিতা লাভের জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উপাচার্য ড. মো. ইমদাদুল হক-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও দক্ষ নেতৃত্বে ০৯/০৯/২০২১ তারিখে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও গবেষণা শিল্প পরিষদ, ০৯/০২/২০২২ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ০৮/০৩/২০২২ তারিখে ভারতে Kalinga Institute of Social Sciences, ০৬/০৪/২০২২ তারিখে জার্মানীর Technische Hochschule Mittelhessen University of Applied Sciences (THM), ১০/০৪/২০২২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৪/০৪/২০২২ তারিখে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, ০৪/০৬/২০২২ তারিখে Federation of Bangladeshi Associations in North America (FOBANA), ২৭/০৬/২০২২ তারিখে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ০৬/০৯/২০২২ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের University of California, Riverside, ৩১/১০/২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ২৪/১১/২০২২ তারিখে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ০৯/০৩/২০২৩ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর্বশেষ ২৯/০৮/২০২৩ তারিখে ICAB এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের মাঝে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন-এর মাঝে MoU স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

এই সকল চুক্তির আওতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক, শিক্ষার্থীরা-গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন; প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদান-প্রদান; জার্নালের আদান প্রদান; যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সের আয়োজন; উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক ও শিক্ষার্থীদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, এম.ফিল ও পিএইচডি ডিগ্রির যৌথ তত্ত্বাবধান; উভয় প্রতিষ্ঠানের রিসোর্স পার্সন, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট অত্যাধুনিক গবেষণাগার ব্যবহার; গবেষকদের মাঝে নিয়মিত পরিদর্শন; যৌথ প্রকাশনা ও যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলের Patents প্রক্রিয়াকরণ এবং এছাড়া যৌথ উদ্দেশ্য অর্জনে যে কোন সহযোগিতা লাভ করবে।

অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১. বিভিন্ন বিভাগে গবেষণা সংক্রান্ত পর্যাপ্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল (রাসায়নিক উপাদান) ক্রয় করার জন্যও টাকা বরাদ্দ করেন।
২. এছাড়া বিভিন্ন বিভাগের ল্যাবের উন্নয়ন করা হচ্ছে। ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে আধুনিক 'কার্টোগ্রাফি ল্যাব' চালু করা হয়।
৩. করোনাকালীন শিক্ষার্থীদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শিক্ষার্থীদের সমস্যা লাঘবে কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট ছিলো। স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদের সেমিস্টার পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
৪. বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষায় গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভাগে নতুন কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৫. শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মনোনিবেশ করার জন্য ডিনস অ্যাওয়ার্ড চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৬. ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের 'চেয়ারম্যান'স অ্যাওয়ার্ড' চালু করা হয়েছে।
৭. ছোট এই ক্যাম্পাসে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে- শ্রেণিকক্ষ সংকট। একাডেমিক ভবনে নতুন শ্রেণিকক্ষ বরাদ্দের মাধ্যমে অনেকাংশে শ্রেণিকক্ষ সংকট কাটানোর চেষ্টা করা হয়েছে।
৮. করোনা পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা দৃঢ়করণে কাউন্সিলিং সেন্টার চালু করা হয়েছে।
৯. শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল সেন্টারের অধীনে 'ফিজিওথেরাপি এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে।
১০. শিক্ষার্থীদের মাঝে নানা ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধকরণ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ক্ষেত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সারা বছরব্যাপী চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যেন সবাই এতে আগ্রহ ও উদ্দীপনায় যুক্ত থাকতে পারে।
১১. করোনাকালীন সংকটে শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থাপনায় বাড়ি পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
১২. শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে শাটল বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

১৩. শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ঢাকার ভেতর চক্রাকারে (শাটল) বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন রুটে আরো গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৪. ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি ও জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৫. ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের করোনার টিকার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

১৬. করোনাকালীন সময়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস নির্মাণকাজ অনেক দিন থেমে থাকার পর বিভিন্ন জটিলতা কাটিয়ে আবারও এই প্রকল্পের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ইতোমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়টির বেশকিছু মৌলিক পরিবর্তন সূচনা করা সম্ভব হয়েছে।

১৭. সহ-শিক্ষা কার্যক্রমগুলোতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়নোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিএনসিসি, রোভার স্কাউটস, রেঞ্জার থেকে মোট ২৫০ জন শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৮. শিক্ষার্থীদের মেধা বৃত্তি ও অবৈতনিক বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৯. গবেষকদের সুবিধার্থে বছরে দুই বার M.Phil ও Ph.D কার্যক্রমে ভর্তি শুরু করা হয়েছে।

২০. বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একাডেমিক মাস্টারপ্লান তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

২১. দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার'-এর নীতিমালা অনুমোদন করা হয়েছে। অতি শীঘ্রই এখানে যোগ্য শিক্ষক মনোনয়ন করা হবে।

২২. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার 'ডিজিটালাইজেশন' কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

২৩. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নতুন প্রজন্মের মাঝে উজ্জীবিত করতে বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হচ্ছে।

২৪. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর মুর্যাল স্থাপন করা হয়েছে।

২৫. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে থিসিস বন্টনের অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২৬. শিক্ষার্থীদের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-কল্যাণ-পরিচালক এর দায়িত্ব সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৭. শিক্ষকদের গবেষণা উদ্বুদ্ধকরণ ও শিক্ষার মান নিশ্চিত করা হচ্ছে। গবেষণায় সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

২৮. শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতার মান উন্নয়ন করা হয়েছে।

২৯. ছাত্র উপদেষ্টা নিয়োগ ও দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩০. অনাবাসিক তকমা ঘুচিয়ে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে অধিক সংখ্যক ছাত্রীকে আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩১. উপাচার্যের সময়কালে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল-এ প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর/সহকারী হাউজ টিউটর এবং আবাসিক ছাত্রীদের সহযোগিতা নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে।

<u>হলের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:</u>

১। ১৭মার্চ-২০২২ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর মাধ্যমে হল উদ্বোধন করা হয়।

২। হলে আবাসিক ছাত্রীদের জন্য ক্যান্টিন চালু করা হয়।

৩। ৩য় তলায় বঙ্গমাতা কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

৪। বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের ৫ম তলা থেকে ১৬ তলা পর্যন্ত প্রত্যেক ফ্লোরে ২টি করে ডাবল রান্নার চুলা স্থাপন করা হয়।

৫। হলে আবাসিক ছাত্রীদের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থার জন্য ১৬ টি ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে।

৬। হলের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে সি.সি টিভি স্থাপন করা হয়েছে।

৭। হলের কমনরুমে রঙ্গিন টেলিভিশন দেয়া হয়।

৮। হলে ছাত্রীদের জন্য সার্বক্ষণিক Wifi ব্যবস্থা করা হয়।

৯। ওয়াসার পানির লাইন সংযোগস্থাপন করা হয়।

১০। বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে মেডিকেল সেন্টার স্থাপন (প্রক্রিয়াধীন)।

১১। হলের প্রধান ফটক ও নিরাপত্তাকর্মীদের জন্য কক্ষ নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)।

১২। হলে অগ্নিকাণ্ড থেকে নিরাপত্তার জন্য ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের দ্বারা ছাত্রীদের মহড়ায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১৩। হলের ২য় তলায় ছাত্রীদের জন্য ডিজিটাল স্যানেটারি ন্যাপকিন বক্স স্থাপন করা হয়।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি:

ক) পবিত্র রমজান মাসে হল প্রভোস্ট, ড. দীপিকা রাণী সরকার, হাউজ টিউটর, সহকারী হাউজ টিউটর, সকল আবাসিক ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সবাইকে নিয়ে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

খ) হলে সনাতন শিক্ষার্থীদের সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় ও অন্যান্য অনুষ্ঠান

ক) ৮ আগস্ট-২০২২ তারিখে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়।

খ) ১৫ আগস্ট-২০২২ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

গ) ১৪ ডিসেম্বর-২০২২ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে মিরপুর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

ঘ) ১৬ ডিসেম্বর-২০২২ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

ঙ) ২১ ফেব্রুয়ারি-২০২৩ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

চ) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ১৭/০৩/২০২৩ তারিখ প্রভোস্ট এর নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

ছ) ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনসহ এক মিনিট নীরাবতা পালন করা হয়।

জ) ২৬ মার্চ-২০২৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষে প্রভোস্ট ড. দীপিকা রাণী সরকার-এর নেতৃত্বে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তাবক অর্পণ করা হয়।

ঝ) পহেলা বৈশাখ ১৪৩০ বাংলা (১৪ এপ্রিল-২০২৩ খ্রি:) হলের ছাত্রীদের নিয়ে শোভাযাত্রা উদ্‌যাপন করা হয়।

৩২. <u>পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের অগ্রগতি:</u>

১। সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অবহিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

২। আইটি দপ্তর এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের সফটওয়্যারের সমন্বয়ে মাধ্যমে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, Certificate ও Transcript প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।

৩। আইটি দপ্তর এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের সমন্বয়ে অনলাইনে বিদেশে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের Transcript/Grade Sheet ভেরিফিকেশনের উদ্যোগ গ্রহণ।

৪। আইটি সেলের সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরীক্ষা সংক্রান্ত সম্মানীর বিল পরিশোধের উদ্যোগ গ্রহণ।

৫। সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং এর উদ্যোগ গ্রহণ।

৬। ই-নথির প্রচলনের বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং এর উদ্যোগ গ্রহণ।

৩৩. <u>শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ:</u>

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যকীয় অনুষদ। শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের গবেষণার মান উন্নয়ন ও শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতিকল্পে IQAC-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ পরিচালিত হচ্ছে।

এর মধ্যে রয়েছে 'Teaching-Learning Methodology, ' Accreditation Standards and Criteria', `Quality Teaching', 'Progress in Curriculum Development and Accreditation Process', Curriculum & Self Assessment শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ওয়ার্কর্শপ উল্লেখযোগ্য।

৩৪. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য IQAC-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ পরিচালিত হচ্ছে।

এর মধ্যে রয়েছে 'Cyber Security Awareness', 'Effective Managerial Communication', 'Annual Procurement Planning', 'Data Analysis with MS Excel', 'Total Quality Management', 'Effective Budget and Budgetary Control', `Office Management & Service Discipline', `Important Skills and How to Make a Good Driver', 'Supervisory Skills', 'DO'S AND DON'TS IN THE OFFICE', 'Techniques of Office Management' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ওয়ার্কশপ।

৩৫. শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ:

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষার্থীদের জীবনমুখী বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি 'স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয় দুর্যোগ প্রস্তুতি সবসময়' স্লোগানকে সামনে রেখে "জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২৩" উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় ৫ মার্চ ২০২৩ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণে প্রায় ১৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

৩৬. বার্ষিক কর্মসম্পাদনে চুক্তি বাস্তবায়ন:

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, ফলাফলধর্মী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান এবং কর্মক্ষমতা বা Performance মূল্যায়নের লক্ষ্যে সরকার ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত অফিসসমূহে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' বা APA প্রবর্তন করেছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে APA চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর বাস্তবায়নে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে (শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) এবং তথ্য অধিকার পৃথকভাবে ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে।

সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ২০২১-২২ অর্থবছরের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে তৃতীয় এবং 'তথ্য অধিকার বিষয়ক' কার্যক্রমের জন্য পূর্ণ নম্বর অর্জন করার গৌরব অর্জন করেছে। একই ধারাবাহিকতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে লক্ষ্যে কাজ করছে। আগামীতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে-এর কার্যক্রম আরো জোরালো করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ক) কীভাবে কর্মক্ষেত্রে ও স্টেকহোল্ডারদের মাঝে শুদ্ধাচার বৃদ্ধি করা যায় সেজন্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে 'শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

খ) কীভাবে 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন' ব্যবহার করে কর্মক্ষেত্রে গতিশীলতা ও নতুন কর্মপন্থা তৈরি করা যায় সে ব্যাপারে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

গ) শিক্ষার্থীসহ সকল স্টেকহোল্ডারের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) শিক্ষার্থীসহ সকল স্টেকহোল্ডারগণ কীভাবে ও কত দিনে সেবা প্রদান করতে হবে সে বিষয়ে ইতোমধ্যে 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)' বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)' খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, যা অতিশীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে।

ঙ) বার্ষিক কর্মসম্পাদক চুক্তি (APA)-এর 'তথ্য বিষয়য়ক কার্যক্রম'-এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে চাহিদাকৃত তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সেল স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে, বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ৫নং ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি হালনাগাদকরণ করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের উপযুক্ত স্থানে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের উপযুক্ত স্থানে আপলোড করা হচ্ছে।

৩৭. ডি-নথিতে যুক্ত হয় জবিসহ ১০ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

পেপারলেস অফিস প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে দ্বিতীয় ধাপে ডি-নথির (ডিজিটাল নথি) সঙ্গে যুক্ত হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের আরও ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই নিয়ে মোট ১৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি-নথি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) ১৩ আগস্ট, ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-নথি কার্যক্রম উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল।

ইউজিসি সদস্য প্রফেসর ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. নূরুল আলম অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইউজিসি সচিব ড. ফেরদৌস জামান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইউজিসি'র ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং বিভাগের পরিচালক ড. সুলতান মাহমুদ ভূইয়া।

অনুষ্ঠানে ইউজিসি সদস্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মো. ওহিদুজ্জামান, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাসহ আইসিটি সেলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম ধাপে দেশের ৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি- নথি কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।

৩৮. ক্রীড়া ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড

ক্রীড়াই তারুণ্যের প্রতীক। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন থাকা আবশ্যক। আর সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন গঠনে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের সকলের নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম ও খেলাধুলা করা উচিত।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ক্রীড়া কমিটি ও পাঁচটি ক্রীড়া উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। ক্রীড়া উপ-কমিটিগুলো হচ্ছে, ক্রীড়া উপ-কমিটি (ক্রিকেট), ক্রীড়া উপ-কমিটি (ফুটবল), ক্রীড়া উপ-কমিটি (হ্যান্ডবল, বাস্কেটবল, ভলিবল), ক্রীড়া উপ-কমিটি (অ্যাথলেটিকস্ ও সাঁতার) ও ক্রীড়া উপ-কমিটি ইনডোর গেমস (দাবা, ক্যারাম, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন)।

করোনা মহামারীর কারণে দীর্ঘদিন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে খেলাধুলার আয়োজন বন্ধ থাকলেও পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন শুরু করা হয়।

খেলার মাঠের স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া দেশ-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সফলতার স্বাক্ষর রাখছে।

কেরাণীগঞ্জে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস মাঠে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।

৩৯. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি:

* করোনা মহামারীর কারণে যখন সারা বিশ্ব স্থবির হয়ে পড়ে, তখনও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড একেবারে স্থবির হয়ে পড়েনি। কর্তৃপক্ষ ভার্চুয়ালভাবে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের সুস্থ মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
* বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নববর্ষ ছাড়াও শরৎ উৎসব, বসন্ত উৎসব, রবীন্দ্র উৎসব, নজরুল উৎসব এর আয়োজন করা হচ্ছে।
* এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে বার্ষিক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী, নিয়মিত বিভিন্ন নাটক ও সিনেমার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠান আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে- যা শিক্ষার্থীদের সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করছে।

৪০. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বিএনসিসি 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর'-এর অন্যতম প্রচীন ও গুরুত্বপূর্ণ শাখা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনসিসি ক্যাডেটবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের যে কোনো দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে ভলেন্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করে আসছে।

বিএনসিসি ক্যাডেটদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে ৭০ জন ক্যাডেটদের পোশাক প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে ১০০ জন ও ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ১০০জন (প্রক্রিয়াধীন) ক্যাডেটকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

৪১. দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে সহজ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমন্বিত ভর্তি ব্যবস্থা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। দীর্ঘদিন থেকে এই ব্যবস্থা চালুর জন্য রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বলা হলেও কোনভাবেই তা বাস্তবায়ন হচ্ছিল না। পরবর্তীতে দেশের প্রথম সারির কিছু বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নেয়। গুচ্ছভিত্তিক এই ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তার নিকটবর্তী যেকোন পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে নিয়ে, মাত্র একটি পরীক্ষা দিয়েই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনের সুযোগ পায়।

শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ কমাতে এই আয়োজনে যুক্ত হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। যার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে, সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পদ্ধতিকে এগিয়ে নেন প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক ইমদাদুল হক। প্রয়াত উপাচার্যের সময়েই গুচ্ছের তিনটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নানা সমস্যা-সংকটের মধ্যে দিয়ে বর্তমানে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে এই ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে।

৪২. বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ষোলো বছরে পেনশন প্রদান কার্যক্রমে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়নি। অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক পেনশন আইন মোতাবেক অবসরে গমনকারী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসরে গমনের ১০ মাস পূর্বে অবসর প্রস্তুতিমূলক পত্র প্রেরণ প্রচলন করেন। তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক প্রাপ্যতার দিন পেনশন প্রদান নিশ্চিতকল্পে সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং আগামী ০৫ বছরে নিয়মিত অবসরে গমনকারী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তালিকা সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরণ করা হয়।

উপাচার্য ও ট্রেজারার মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত অবসর সংবিধি বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি'র সুপারিশ আমলে নিয়ে (অবসর ও অবসর গ্রহণ সুবিধা, সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল, কল্যাণ তহবিল) সংবিধিসমূহ প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পেনশন সংবিধি অনুমোদনের পূর্ব পর্যন্ত সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্তক্রমে সরকারি পেনশন আইন মোতাবেক পেনশন প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্মৃতিময় প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক

অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক-এর উপাচার্য হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান পরবর্তী (০৩ জুন, ২০২১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সুবিধা এবং করোনা মহামারির কথা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঢাকায় অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের নিরাপদে ঈদে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক (১৭ জুলাই, ২০২১)।

জাতীয় শোক দিবস-২০২১ উপলক্ষে জাতির পিতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন উপাচার্য (১৫ আগস্ট, ২০২১)

২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষের GST (General, Science & Technology) গুচ্ছভুক্ত A ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন উপাচার্য।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে 'কোভিড-১৯ এর টিকাদান কার্যক্রম' এর শুভ উদ্বোধন করেন উপাচার্য (২১ অক্টোবর, ২০২১)।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের জাতীয় পরিচয় (NID) নিবন্ধন কার্যক্রমের উদ্বোধন করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক (২৫ অক্টোবর, ২০২১)।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপাচার্য (১৬ নভেম্বর, ২০২১)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে ৫ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে এম.ফিল এবং পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে ভর্তিচ্ছু গবেষকদের আবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনার জন্য বোর্ড অব এডভান্সড স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ-এর ৯ম সভায় সভাপতিত্ব করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

চারুকলা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত 'মুক্তিযুদ্ধ, বিজয়গাঁথা ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক পোস্টার চিত্র প্রদর্শনীর অবলোকন করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক (১৪ ডিসেম্বর, ২০২১)।

২ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' এর শুভ উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কাউন্সিলিং সেন্টার' এর শুভ উদ্বোধন করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক (৩ জানুয়ারি, ২০২২)।

সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব সরস্বতী পূজার মণ্ডপ পরিদর্শন করছেন উপাচার্য (৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)।

অমর একুশে বইমেলা ২০২২-এ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্টল (স্টল নং: ৬৭৩) এর শুভ উদ্বোধন করেন উপাচার্য (১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)।

২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত 'চেতনায় একুশ' অনুষ্ঠানে শহিদ স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বলন করছেন উপাচার্য (২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)।

অমর একুশে বইমেলার বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর থেকে প্রকাশিত (২০২১-২০২২) তিনটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি উপাচার্য (২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল-এর দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, এমপি । এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুজিব মঞ্চে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন উপাচার্য (১৭ মার্চ, ২০২২)।

২৫শে মার্চ কালরাত্রি ও গণহত্যা দিবস উপলক্ষে চারুকলা বিভাগের উদ্যোগে বিশালাকৃতির স্ক্রল পেইন্টিং অংকনে অংশগ্রহণ করেন উপাচার্য (২৫ মার্চ, ২০২২)।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন উপাচার্য (২৬ মার্চ, ২০২২)।

জার্মানীর Technische Hochschule Mittelhessen University of Applied Sciences (THM) এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে গবেষণা সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক চুক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত উপাচার্য ও অন্যান্যরা (৬ এপ্রিল, ২০২২)।

১০ এপ্রিল-২০২২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর মাঝে গবেষণা সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক চুক্তি (Memorandum of Understanding -MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের আয়োজনে শান্ত চত্বরে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য (১৩ এপ্রিল, ২০২২)।

বাংলা নববর্ষ-১৪২৯ উপলক্ষ্যে পহেলা বৈশাখে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাচার্যের নেতৃত্বে মঙ্গল শোভাযাত্রার একাংশ।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়কৃত দ্বিতল বাসের শুভ উদ্বোধন করেন উপাচার্য (২৯ মে, ২০২২)।

নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের আয়োজনে 'অঞ্জলি লহ মোর' শিরোনামে সংগীত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য (৩১ মে, ২০২২)।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) কমিটির সহযোগিতায় আইকিউএসি এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য (৫ জুন, ২০২২)।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ৫ম ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা-২০২২ (ছাত্র-ছাত্রী) এর উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানে প্রতীকী খেলায় অংশগ্রহণ করছেন উপাচার্য ও ট্রেজারার (১৪ জুন, ২০২২)।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো বিজ্ঞান এবং লাইফ এন্ড আর্থ সাইন্স অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার SciFinder সাবস্ক্রিপশন এর অনুমোদন প্রদান এবং আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষকদের পক্ষ থেকে উপাচার্যকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান (২৩ জুন, ২০২২)।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর মাঝে গবেষণা সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক চুক্তি (Memorandum of Understanding -MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (২৭ জুন, ২০২২)।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল প্রাঙ্গণে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর জন্মদিন উপলক্ষে প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপাচার্য (৮ আগস্ট, ২০২২)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের Advanced Molecular Biology বিষয়ক গবেষণাগার এর শুভ উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক আজ (১৪ আগস্ট, ২০২২)।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল-এর ৫৮তম জন্মবার্ষিকী তথা 'শেখ রাসেল দিবস-২০২২' দিবসে স্থাপিত মুজিব মঞ্চে শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন উপাচার্য (১৮ অক্টোবর, ২০২২)।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস-২০২২ এ বিএনসিসি কর্তৃক উপাচার্যকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় (২০ অক্টোবর, ২০২২)।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রঙ্গভূমি'র ৪র্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে দুদিনব্যাপী ৩য় বার্ষিক নাট্যোৎসবের সমাপনী এবং আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য (২১ নভেম্বর, ২০২২)।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে বাংলা বিভাগের আয়োজনে 'সাহিত্য-শিল্প বিষয়ক আলোচনা' শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক (৩০ জানুয়ারি, ২০২৩)।

শোক সংবাদ

উপাচার্যের মৃত্যুতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন দিনের শোক পালন

১১ নভেম্বর ভোরে রাজধানীর বিআরবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত জানাযার নামাজের অংশ বিশেষ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যায়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিজ্ঞান ভবন চত্বরে তাঁর প্রথম জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার, শিক্ষক, কর্মকর্তা, ছাত্রনেত্রীবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী, কর্মচারীসহ অনেকেই অংশগ্রহণ করেন।

এরপর ক্যাম্পাসের শহিদ মিনার চত্বরে তাঁর প্রতি জগন্নাথ বিশ্বদ্যিালয় শিক্ষক সমিতি, নীলদল, কর্মকর্তা সমিতি, কর্মচারী সমিতি, সহায়ক কর্মচারী সমিতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন একে একে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

এদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে তাঁর দ্বিতীয় জানাযার নামাজ এবং পরে ঢাকাস্থ খিলগাঁও ঈদগাহ মসজিদে তৃতীয় জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তিতে তাঁর মরদেহ রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক-এর মৃত্যুতে তিন দিনের (শনিবার থেকে সোমবার) শোক পালনক করা হয়। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রকার ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত ছিল। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে অধ্যাপক ইমদাদুল হকের ক্যান্সার ধরা পড়ে। উন্নত চিকিৎসার জন্য অধ্যাপক ইমদাদুল হক গত ১২ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে যান। সেখানে তাঁর রেডিও থেরাপি সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তিনি গত ১২ অক্টোবর দেশে ফিরে আসেন।

ড মো. ইমদাদুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং তিনি ২০২১ সালের ১ জুন চার বছরের জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। অধ্যাপক ইমদাদুল হকের জন্ম পাবনা জেলায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৭৮ সালে এমএসসি এবং ১৯৮৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একাধিক পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। তিনি স্ত্রী এবং এক কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি ও সদস্য, বাংলাদেশ উদ্ভিদবিজ্ঞান সমিতির কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার অ্যান্ড বায়োটেকনোলজির সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একাধিক পেশাজীবী সংগঠনের সদস্য ছিলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবেও ভূমিকা রেখেছেন। দেশ-বিদেশে বিভিন্ন জার্নালে তার ৮০টির বেশি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিনি একাধিক বইয়ের সহ-সম্পাদক ছিলেন।

উপাচার্যের স্মরণে শোক সভা ও দোয়া মাহফিল

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আয়োজনে কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক স্মরণে ১৪ নভেম্বর শোক সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উপাচার্যের স্মরণে শিক্ষক সমিতির আয়োজনে শোক সভায় স্মৃতিচারণ করছেন ট্রেজারার

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ প্রয়াত উপাচার্য মহোদয়কে অত্যন্ত সজ্জন অভিভাবক ও দক্ষ প্রশাসক হিসেবে অভিহিত করে বলেন, “অতি অল্প সময়ে জগন্নাথে সবার প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে উপাচার্য মহোদয় নিজেকে তুলে ধরেছিলেন তাঁর কর্মে ও জ্ঞানে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো সমস্যা সকলের সাথে আলোচনা করে সমাধান করতেন এবং সবার মতামতকে প্রাধান্য দিতেন।”

শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ কে এম লুৎফর রহমান।

এছাড়াও বক্তব্য প্রদান করেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ শাহজাহান, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এস এম মাসুম বিল্লাহ এবং বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. দীপিকা রাণী সরকারসহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

বক্তারা প্রয়াত উপাচার্য মহোদয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিভিন্ন অনুভূতি ব্যক্ত করেন। সভা শেষে প্রয়াত উপাচার্য মহোদয়ের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক সম্প্রতি (১১ নভেম্বর, ২০২৩) মৃত্যুবরণ করেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর স্মরণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ১৫ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে শোক সভার আয়োজন করা হয়।

উপাচার্যের স্মরণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আয়োজিত শোক সভা

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং হামদ ও নাত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শোকসভা শুরু হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান শোক প্রস্তাব পাঠ করেন।

এসময় সভাপতির বক্তব্যে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ বলেন, "উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং একাধারে দক্ষ একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন। সহকর্মীদের প্রতি তাঁর সম্মানবোধ অনুকরণীয় ছিল। অনেক বিষয়েই দ্বিমতের মধ্যদিয়ে শুরু হলেও উপাচার্যের দক্ষতায় সমঝোতায় তা শেষ হতো।"

উপাচার্যের স্মরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন

শোক সভায় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদদীন, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ শাহজাহান, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এস এম মাসুম বিল্লাহ, লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান খন্দকার, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোস্তফা কামাল, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. দীপিকা রাণী সরকার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ কে এম লুৎফর রহমান, কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি মোঃ জহুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল কাদের, বাংলাদেশে ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ইব্রাহীম ফরাজী, সাধারণ সম্পাদক এস এম আকতার হোসেন, কর্মচারী সমিতির সভাপতি শরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ও সহায়ক কর্মচারী সমিতির সভাপতি আবু সাঈদ বক্তব্য প্রদান করেন।

আলোচনা সভায় বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক, প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, সাংবাদিক প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সভাটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ডেপুটি রেজিস্ট্রার মোঃ হেদায়েত উল্লাহ।

এছাড়াও শোক সভার প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক-এর একমাত্র সন্তান তাসলিম হক মোনা বক্তব্য প্রদান করেন। এসময় উপাচার্যের সহধর্মিণী নুরুন নাহার বেগম উপস্থিত ছিলেন।

কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল: এদিকে, বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের চেয়ারম্যান, দপ্তরসমূহের পরিচালক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, ছাত্রনেতৃবৃন্দ ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, উপচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিগত তিনদিন ধরে শোক পালন করছে। এছাড়াও সদ্য প্রয়াত উপাচার্যের স্মরণে শোক বই ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইমদাদুল হকের আত্মার মাগফেরাত কামনায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের চেয়ারম্যান, দপ্তরসমূহের পরিচালক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, ছাত্রনেতৃবৃন্দ ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি

অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ

উপাচার্য মহোদয়ের হঠাৎ বিদায়ে আমাদের সকলের মন ভারাক্রান্ত। আসলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তিনি যখন যোগদান করেন তখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা পাহাড় সমান। এখানে নানাবিধ সমস্যার কথা সব সময় আমি বলে থাকি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে সমস্যাও কিন্তু বেশ পুরানো এবং সেগুলো বেশ জটিল। যেমন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ধারা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ৫ বছর পরে নিজস্ব আয়ে চলবে। একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৫ বছর পরে নিজস্ব আয়ে চলবে সেটা কতটুকু যৌক্তিক সিদ্ধান্ত ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। অবশ্য পরবর্তীতে তৎকালীন উপাচার্য মেজবাহ উদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে আমরা যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা রহিত করেন এবং পার্লামেন্টে বিল আকারে নিয়ে বাতিল করেন।

বলাবাহুল্য, প্রথমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা ছিল পর্বত সমান। তার অনেক কারণও আছে, যেমন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যে সমস্ত সুবিধা ভোগ করে থাকে, সেই সুবিধাগুলো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অনেকটাই ভোগ করতে পারে না। সেজন্য বেশ কয়েকবার হল- আন্দোলন সংঘটিত হয়। কলেজ আমলের হল উদ্ধার আন্দোলনের প্রাপ্তি হলো–জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সবাই মিলে একটি জায়গা উদ্ধার করে– পরবর্তীতে যেখানে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা হল নামে ছাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এর পরে হল-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেরানীগঞ্জে ২০০ একর জায়গা প্রদান করেন। সে সময় প্রফেসর ড. মীজানুর রহমান উপাচার্য ছিলেন, তিনিও এব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রফেসর মীজানুর রহমানের মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পরে আমি কিছু দিন উপাচার্য (দায়িত্বপ্রাপ্ত) হিসেবে এখানে দায়িত্ব পালন করি। তারপরই প্রফেসর ড. মো. ইমদাদুল হক উপাচার্য পদে যোগদান করলেন, যিনি আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গিয়েছেন এবং যোগদানের পরেই প্রথম দিকে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এবং তিনি সব-সময় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। ভাবতেন কিভাবে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা যায়। বিশেষ করে কেরানীগঞ্জে যে নতুন ক্যাম্পাসের কার্যক্রম রয়েছে, সেই কার্যক্রম নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া এবং সেখানে কিভাবে কাজের গতি দ্রুত করা যায় সে ব্যাপারে তিনি বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপ হল আমি যখন দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য ছিলাম তখন ওখানকার মাস্টারপ্লান ছিল না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বরাদ্দকৃত ১১.৪ একর জায়গার স্বল্পতা থাকায় মাস্টারপ্লানের কাজটা করতে একটু দেরি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রণালয় এর পরামর্শে ইউজিসি ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ সবার পরামর্শে (তখন আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য) একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে সিঙ্গেল সোর্স বের করে এটা করা যায় কি না, এগুলো তো বেশ জটিল প্রক্রিয়া। আমাদের উপাচার্য মহোদয় টেন্ডার প্রক্রিয়ার সিঙ্গেল সোর্স করতে বলা হল– সে ব্যাপারে অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক একটি জোর ভূমিকা নিলেন। তিনি বললেন যে একটি সিঙ্গেল কমপিটিশন হওয়া উচিত এবং সেই লক্ষে তিনি প্রথম থেকে কাজটি করেছেন। এবং তিনি সে ভাবেই অগ্রসর হয়েছেন, সেভাবেই টেক কমিটি সাজিয়েছেন। কমপিটিশন হয়েছে, বেশ কয়েকটি ফার্ম এখানে অংশগ্রহণ করেছে এবং পরবর্তীতে যিনি যোগ্য তাকে সে কাজটি দিয়েছেন। তার উপদেশক্রমেই সেই কাজগুলো হয়েছে। এবং এই যে মাস্টারপ্লান-এর কাজটাও তিনি করলেন এটা আমাদের বিশ্ববিদ্যায়ের জন্য একটি মাইলফলক ছিল।

যাহোক পরবর্তীতে আমরা দু'জনে আরো কিছু সিদ্ধান্ত নিলাম। যেমন আমাদের একাডেমিক ভবনের ৭ তলার উপর থেকে ১৩ তলার কাজগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছিল না। সময় চলে যাচ্ছে অথচ ইলেকটিক্যাল কাজ সম্পন্ন হয়নি, ফ্লোরগুলোর কাজ ঠিকভাবে হয়নি, বাথরুম, টয়লেট ওয়াসরুম ক্লাসরুম ফার্নিচারও আনা হয়নি। আমরা দু'জন মিলে বারবার শিক্ষা অধিদপ্তরের ঠিকাদারকে ডেকে পাঠাই এবং সভা করি। কি করে এর থেকে উত্তরণ ঘটানো যায়? কি করে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়?– তা ভাবতে থাকি।

কারণ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল স্পেস সমস্যা, ক্লাসরুমের সমস্যা, শিক্ষকদের বসার সমস্যা– এগুলো সমাধান করা ছিলো আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। ঠিকাদারসহ শিক্ষা অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার সবাইকে ডেকে নিয়ে বেশ কয়েকটি সভা হয়েছিল। উপাচার্যের নির্দেশক্রমে চিফ ইঞ্জিনিয়ার জরুরি ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন ফ্লোরের কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য একটা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। হলের কাজও শেষ হয়েও শেষ হচ্ছিল না, নানা রকমের জটিলতায় পরিপূর্ণ ছিল। তারা বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছে কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়ার আগে আমাদের কাজ– কি আছে, না আছে, সে সব বিষয়ে উপাচার্য মহোদয় বারবার জানতে চাচ্ছিলেন ঠিকাদারদের কাছে থেকে। সেভাবেই তিনি অনেকটা চাপ তাদের উপর প্রয়োগ করেছিলেন। একদিন আমি এবং উপাচার্য একসাথে 'হল-এ' গেলাম, আমরা দেখলাম কি কি কাজ অসম্পূর্ণ, কোথায় কি অবস্থায় রয়েছে। আমরা দেখে এসে একটা সমীক্ষা করলাম আসলে কি কাজগুলো এখন অসম্পূর্ণ। সে কাজগুলো কিভাবে শেষ করার ব্যবস্থা করা যায়। আমরা আবার শিক্ষা অধিদপ্তরের ঠিকাদারদের সঙ্গে বসলাম, সভা করলাম এবং ক্রমে ক্রমে 'হলে' মেয়েদেরকে উঠানোর একটা প্রক্রিয়া শুরু করলাম। তারপর সিট ডিস্ট্রিবিউশন– সেটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। এখানে মাত্র ৬০০ ছাত্রী থাকার রুমের ব্যবস্থা। কিন্তু উপাচার্য মহোদয় আমাদেরকে বললেন ৬ জন করে থাকলে হবে– মেয়েদের সমস্যা তো বেশি। এখানে ১২ জন করে থাকুক। সবাই মিলে মিশে থাকুক। সিট পাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি দু'টা জিনিসকে গুরুত্ব দিলেন– শিক্ষার্থীর বাসা বা বাড়ির দূরত্ব এবং মেধা। দূরের যে একটা মেয়ে টেকনাফ থেকে আসবে কিংবা লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, সিলেট তার তো এখানে আত্মীয়স্বজন নাও থাকতে পারে। তাদেরকে কিভাবে সুষ্ঠুভাবে আবাসের ব্যবস্থা করা যায়–সেই ভাবনা ছিল মুখ্য। সেব্যাপারে তিনি নির্দেশনা দিলেন এবং আমরা সবাই মিলে এই কাজগুলো আইটি দপ্তরের সহযোগিতায় সম্পন্ন করি।

উপাচার্য মহোদয় আমাদের সন্ধ্যা এবং রাত অবধি সময় দিতেন। এরকম ভাবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে ধারণ করে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করে গেছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রমোশন-আপগ্রেডেশন এবং শিক্ষকদের আপগ্রেডেশন বিষয়ে তিনি সব সময় বলতেন আমার কাছে আসার আপনাদের কোন প্রয়োজন নাই, ফাইল নথিতে যার যখন ডিউ হবে– আমি সেটা সঠিকভাবে, সময়মতো করে দিব। এভাবে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তিনি সেটা রক্ষাও করেছেন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যেমন আমাদের সাইফাইন্ডার সফটওয়ার ক্রয়ের ব্যাপারে তিনি একটি ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং আমাকেও অনুরোধ করেন। সেভাবে আমরা সেই বিষয়টি গুরুত্ব দিই এবং সাইফাইন্ডারে সফটওয়ারের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে সেই কাজটি সমাধান করি।

উপরন্তু লাইব্রেরিকে ডিজিটালাইজেশন করার জন্য তিনি একটি কমিটি করে দেন। সেই কমিটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সমীক্ষা করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ডিজিটালাইজেশনের বিষয়টিকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় সেব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তারপরে ইউজিসি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে গবেষণার অনুদান দেয় সেই অনুদানটা বাড়ানোর ব্যাপারে বেশ কয়েকবার ইউজিসিতে গিয়েছি এবং এই ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করেছি যাতে আমরা পাঁচ কোটি টাকা পাই। গত অর্থবছরে আমাদেরকে আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। হয়তো তিনি থাকলে এই বিষয়ে আরো অগ্রগতি হতো। তবে বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে বরাদ্দ দিয়ে তিনি আমাদের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের

অনেক শিক্ষককে সহায়তা করেছেন। বিভিন্ন প্রকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যেন একটি সুবিধাজনক স্থানে থাকে সে ব্যপারে তার একটা প্রচেষ্টা ছিল সব-সময়ই।

বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করার জন্য তিনি এমওইউ সাইনের ব্যপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এমওইউ সাইনের মাধ্যমে একটি সেতুবন্ধন রচিত হয়। এছাড়াও তাঁর আমলে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন– বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও গবেষণা শিল্প পরিষদ, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির সঙ্গেও এমওইউ সাইন করা হয়। তিনি দেশের বাইরে ভারতের Kalinga Institute of Social Sciences, জার্মানীর Technische Hochschule Mittelhessen University of Applied Sciences (THM), Federation of Bangladeshi Associations in North America (FOBANA), যুক্তরাষ্ট্রের University of California, Riverside প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে এমওইউ সাইন করেছেন। এরকম অনেকগুলো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি এমওইউ সাইন করার একটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

আপনারা হয়তো জানেন যে কিছুদিন আগে জার্মানির একটি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিয়ারিং বিভাগের জন্য একটি বরাদ্দ দিয়েছে। আরো সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বুয়েট এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ থেকে সেই অনুদান পেয়েছে। এরকম অনেক বিষয়ে তিনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক এক্সসিলেন্স যেন আরো বৃদ্ধি পায় সেজন্য তিনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন– একটি সেন্টার অব এক্সিলেন্স গঠনের। সেই সঙ্গে ইনোভেশন হাব প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন তো ছিল। সেই ব্যপারে তিনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

এরকম অনেক কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। যেমন উনি থাকাকালীন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ শ্রেষ্ঠ বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এপিএতে আমাদের অবস্থান ছিল তিন নম্বর গত অর্থবছরে। এভাবে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অর্জন সম্ভব হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে। সবচেয়ে বড় কথা হলো আমরা দু'জন মিলে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আরো বিস্তৃত করার জন্য বিভিন্ন দিবসগুলোতে বিশেষত– পহেলা বৈশাখ, জাতীয় দিবস, বিশ্ববিদ্যালয় দিবস, বিজয় দিবস– এরকম অনেক দিবসে আমরা দু'জন মিলে অনুষ্ঠান করেছি। আমরা ২৫ মার্চে গণহত্যাদিবসে একটি ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন করে থাকি। আমরা বেশ অনেক রাত অবধি ক্যাম্পাসে অবস্থান করি। চারুকলা বিভাগ এই আয়োজন করে থাকে। তাদের সঙ্গে আমরা মিলিত হই এবং একাত্মতা প্রকাশ করি যেন সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

উপাচার্য ইমদাদুল হক অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। খুবই সাধারণ একজন ব্যক্তি। তার চলা ফেরা অত্যন্ত অতি সাধারণ হলেও একাডেমিক মানুষ সেই হিসেবে তাঁর কথা বলার ঢং এবং আচার- আচরণ সব কিছুই ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। তবে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফরিদ উদ্দীন আহমদ– তারা দু'জন মিলে এই পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিলেন। গুচ্ছ পদ্ধতির শুরুতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েকটি সভা হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রফেসর ড. মীজানুর রহমান চলে যাওয়ার পর এখান থেকে আমাদেরই উপাচার্য প্রফেসর ড. ইমদাদুল হক দায়িত্বটি অত্যন্ত সুচারুরূপে দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন এবং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরপর চারবার ডিন হওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাগুলো কিভাবে সুশৃঙ্খলভাবে সমন্বয় করতে হয়– তা জানতেন। একটা দিক-নির্দেশনা ছিল এবং সেভাবেই তিনি গুচ্ছ পদ্ধতির পরীক্ষাটিকে প্রফেসর ফরিদ উদ্দীনের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুসম্পন্ন করেন। আমাদের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছে। উপাচার্য সেবিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। গুচ্ছ পদ্ধতির পরীক্ষায় ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নানারকমের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপাচার্য তাঁর সুন্দর মতামত প্রদান করেন। অত্যন্ত বাস্তবসম্মত মতামত গ্রহণ করে পরীক্ষাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ড. ইমদাদুল হক।

আসলে প্রয়াত উপাচার্যের স্মৃতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অনন্য। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য থাকাকালীন মহাবিদায় অনেক দুঃখজনক। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর এই অনুপস্থিতি আমাদেরকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করলো। তিনি যেধরনের চিন্তাভাবনা করতেন, তাঁর যে সৃষ্টিশীল অনুভাবনা ছিল– সেগুলো নিয়েই শিক্ষকমণ্ডলী তাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে সবার উপরে স্থান দিবেন–এটাই প্রত্যাশা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মান-মর্যাদা যাতে বৃদ্ধি পায় এব্যাপারে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আমি মনে করি আমাদের প্রয়াত উপাচার্যের যে আদর্শ ও নীতি অনুকরণীয় তা ধারণ করলে অনেক কিছুরই সমাধান হবে। পুরোনো ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান থাকার কারণে এর অনেকরকম বিষয় রয়েছে, যেমন পুরোনো ঢাকার ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ করার বিষয়ে উপাচার্য মহোদয় বেশকিছু পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তিনি সবসময় শিক্ষকদের বলতেন এ বিষয়গুলো নিয়ে সেমিনার ও গবেষণা বৃদ্ধি করার জন্য।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা যদি মানসম্মত ও উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে চাই সবাইকে গবেষণার দিকেই মনোনিবেশ করতে হবে। আর প্রয়াত উপাচার্য ইমদাদুল হকের স্বপ্ন তখনই সার্থক হবে যখন বিশ্ববিদ্যালয়টি সমস্ত আবর্জনাকে মুছে একটি সত্যিকারের গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বের বুকে স্থান করে নিতে পারবে। আমাদের আত্মকেন্দ্রিক ও ক্ষুদ্র বিষয়গুলোকে বিসর্জন দিতে হবে। উপাচার্য মহোদয় সকলকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন এবং সমাধান করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলের জন্য তাঁর যেসব দিকনির্দেশনা ও দর্শন ছিল, সেগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁদের সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। আরেকটি বিষয় উপাচার্যের চরিত্রের লক্ষণীয় দিক ছিল, তাহলো– যারা শিক্ষা ছুটি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে অবস্থান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি করছিলেন সেই বিষয়টাতে তিনি একটি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করে অনেকটা সফল হয়েছিলেন। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য দিতেন। নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের সবার মতামতের মাধ্যমেই তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন। আর এগুলো করতেন যাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষাটা অন্তত পাওয়া যায়। যাহোক উপাচার্য মহোদয়ের প্রস্থানে বলতে চাই– সবাইকেই একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে–এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য– কাজের মধ্য দিয়ে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বহুদিন।

উপাচার্য ইমদাদুল হক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সবসময় নিজেকে পরিচালিত করেছেন। তিনি সত্যিকারের একজন বঙ্গবন্ধু প্রেমিক ছিলেন। সেভাবেই তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের উপর ভিত্তি করে নিজেকেসহ সকলকে অনুপ্রাণিত করতেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস প্রকল্প নিয়ে তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহায়তাও চেয়েছিলেন। আমরা প্রয়াত উপাচার্যের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জানাই এবং তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সঙ্গে তাঁর স্মৃতির কথা বলে শেষ করা যাবে না। এ বিষয়টা আমাকে মানসিকভাবেই অনেক পীড়া দিয়ে থাকে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়কে নিঃস্বার্থভাবে সময় দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর স্মৃতিকে ধরে রেখে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাবে বলে আমি আশা করি।

(অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, ট্রেজারার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)

একজন সজ্জন ও গুণী উপাচার্য

অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মোঃ লুৎফর রহমান

সুশিক্ষা যেমন ভালো শিক্ষক তৈরি করতে ভূমিকা রাখে তেমনি একজন ভালো শিক্ষক শিক্ষার মনোন্নয়ণে নিতে পারে যথার্থ পদক্ষেপ। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের শিক্ষা দানের পাশাপাশি গবেষণায় দায়বদ্ধতা অনেকখানি। ফলে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক একই সাথে শিক্ষাদানে যেমন ভূমিকা রাখেন তেমনি নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতেও তার অবদান অনস্বীকার্য। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্যপ্রয়াত মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক স্যার ছিলেন তেমনি একজন শিক্ষক যিনি শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে রেখেছিলেন ঈর্ষণীয় সাফল্যের স্বাক্ষর। গত ১১ নভেম্বর ২০২৩ রোজ শনিবার ভোর ৫:১৯ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অধ্যাপক ইমদাদুল হক স্যার আমাদের সবাইকে ছেড়ে জগতের সকল মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। আমার দৃষ্টিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বাধিক সজ্জন এবং গুণী উপাচার্য ছিলেন ইমদাদুল হক স্যার। তাঁর প্রয়াণে জাতি যেমন হারিয়েছে তার এক যোগ্য সন্তানকে, তেমনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হারিয়েছে এক দক্ষ শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং প্রশাসককে। স্যারের গত আড়াই বছর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তা অনস্বীকার্য। তাঁর দায়িত্বগ্রহণের পর নতুন ক্যাম্পাসে উন্নয়ন কাজে গতির সঞ্চার হয়েছিল। বর্তমান ক্যাম্পাসে শিক্ষা-গবেষণা-ক্রীড়া-শিল্প-সংস্কৃতিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছিল শ্রেষ্ঠত্বের আসন। তিনি সব সময় একটা কথা বলতেন, আগে থেকে আমি কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে সভায় বসি না। সবাই মিলে যে সিদ্ধান্ত হবে সেটাই আমার সিদ্ধান্ত। আর শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হওয়ার সুবাদে তাঁর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-গবেষণা-প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হতো। সমিতি তেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে যে সকল যৌক্তিক দাবি উপস্থাপন করেছি সেগুলো তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও আন্তরিকতা দিয়ে শুনেছেন এবং সমাধান করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ফলে তাঁকে নিকট থেকে আমি যেভাবে দেখেছি তাতে অন্তত আমার মনে হয় তাঁর এ অকাল প্রস্থান আমাদের জন্য তথা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়েছে; সৃষ্টি করেছে এক শূণ্যতা।

তার গত আড়াই বছরের দায়িত্ব পালন কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তিনি একাডেমিক এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গহণ করেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ডিনস্ কমিটিকে সক্রিয় করা যা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মকান্ডে নিয়ে আসে নতুন গতি। তাছাড়া ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকদের অধ্যয়ন এবং গবেষণান সুবিধার্থে ই-লাইব্রেরীর আধুনিকায়ন করেন। রসায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণারত ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য বহুল কাঙ্ক্ষিত SciFinder সফটওয়্যার ক্রয় এবং নিবন্ধনের ব্যবস্থা করেন। অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক স্যারের যোগ্য নেতৃত্বে ২০২২ সালে বার্ষিক পারফর্মেন্স চুক্তি (এপিএ) এর রিপোর্ট অনুসারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার কারে। ২০২২ এবং ২০২৩ এ দেশী-বিদেশী অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর MoU স্বাক্ষরিত হয়। শুধু তাই নয় ২০২৩ এর মাঝামাঝি সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মুরাল উদ্বোধন করেন। এমনকি অসুস্থ্য থাকা অবস্থায় যখনি স্যার খানিকটা সুস্থ্যতাবোধ করতেন তিনি তাঁর কাছের মানুষদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের খোঁজ নিতেন। তাঁর অবর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে বিঘ্নতায় তিনি বিচলিত বোধ করতেন।

প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদদুল হক স্যার সম্পর্কে যতই বলি না কেন কম বলা হবে। মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে কামনা করছি, স্যার যেন পরপারে ভালো থাকেন; শান্তিতে থাকেন। এর পাশাপাশি স্রষ্টার কাছে নিবেদন যেন তার পরিবারের সকল সদস্যকে এ শোক সহ্য করার সামর্থ দান করেন।

সাধারণ সম্পাদক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

তিনি ছিলেন শিক্ষার্থীবান্ধব উপাচার্য

মোঃ হেদায়েত উল্লাহ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম উপাচার্য হিসেবে ২০২১ সালের ০২ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের মাধ্যমে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক। অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক ছিলেন সহজ সরল সাধারণ মানুষের মতো আচার আচরণের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি সহজ সরল ভাষায় অনেক কঠিন সিদ্ধান্তের কথা বলতে পারতেন হাসিমাখা মুখে। সংস্থাপন (শিক্ষক) শাখায় চাকুরির সুবাদে তাঁর সাথে সরাসরি কাজ করার সুযোগ হয়েছিলো। তিনি কখনো অন্যায়ভাবে কাউকে হয়রানি বা সুবিধা দিতে চাননি। তাঁর নিকট উত্থাপিত প্রতিটি নথি তিনি নিজে পড়তেন এবং সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনান্তে আইনের মধ্যে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং প্রকাশনার বিষয়ে তিনি বেশি নজর রাখতেন বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা যাতে বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষেণা ও পাঠলাভের সুযোগ পায় তার জন্য কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।

অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক ছিলেন শিক্ষার্থী বান্ধব একজন উপাচার্য। তিনি সকল সময়ে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষার্থীদের সকল অভিযোগ অনুযোগ দাবী দাওয়া নিজে শুনতেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে পরামর্শক্রমে ছাত্রদের কল্যাণ করার জন্য সচেষ্ট থাকতেন। শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণির পাঠ্য-পুস্তকে সীমাবদ্ধ না রেখে সহশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ জোর দিতেন। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সমিতিসমূহ, মিডিয়া সংগঠনসমূহ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ, সেবামূলক সংগঠনসমূহের প্রধান পৃষ্ঠাপোষক হিসেবে সবসময় তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে উৎসাহ যোগানোর পাশাপাশি প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক সহযোগীতা করেছেন। শিক্ষার্থী বান্ধব নতুন ক্যাম্পাস তৈরীর কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য তিনি ছিলেন সচেষ্ঠ এবং কার্যক্রমকে পর্যবেক্ষনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক, দৈনিক হাজিরাভিত্তিক সহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘদিন যাবত মানবেতর বা চাকুরী নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। তিনি তাঁর যোগদানের পর থেকেই নিজ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বা দায়িত্বশীলদের সাথে আলোচনা করে সমাধান কারার চেষ্টা করেছেন। তিনি এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় একাধিকবার স্বশরীরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে গিয়েছেন। তিনি দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মচারীদের চাকুরি স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোন কর্মচারী নিয়োগ না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি জীবনের শেষ কর্মদিবস পর্যন্ত তাঁর ঘোষনায় অবিচল ছিলেন।

মৃত্যুর মাত্র ছয় ঘন্টার মধ্যে কর্মস্থল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত মরদেহের জানাযায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষক- শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষের উপস্থিতি জানান দেয় তিনি একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ ছিলেন।

ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন-শিক্ষক), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক-এর স্মরণে শোক বই

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শহিদ রফিক ভবনের নিচতলায় প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এর স্মরণে শোক বইয়ে ১৩ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ স্মৃতিচারণ ও অনুভূতি লিপিবদ্ধ করেন।

উপাচার্যের স্মরণে শোক বইতে স্মৃতিচারণ করছেন ট্রেজারার

উল্লেখ্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক গত ১১ নভেম্বর (২০২৩) তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ১৩ নভেম্বর থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত ভাষা শহিদ রফিক ভবনের নিচতলায় প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এর স্মরণে শোক বই সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ অনুরাগীগণ তাদের স্মৃতিচারণ লিপিবদ্ধ করেন।

শোক বইতে লিপিবদ্ধ কিছু মন্তব্য

Threr is a saying, "Who someone you love becoes a memory, the memory becomes a streature". Yes, our beloved Vice-Chancellor Professor Dr. Md. Imdadul Haque who has passed away. in ta treasurer for Jagannath University.

এক সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করার সময় এরকম একজন দেশপ্রেমিক, নির্লোভ, নিরাহংকারী বঙ্গবন্ধুর আর্দশের ব্যক্তির সান্নিধ্য পেয়েছি। অনেক অসম্পন্ন কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। তাঁর প্রতি সম্মান তখনই দেখানো হবে যখন আমরা সবাই তাঁর ব্যতিক্রমী আদর্শের ধারা অনুসরণ করবো। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন (আমীন)।

-অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, ট্রেজারার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

শোক বইতে স্বাক্ষর করতে এসে স্যারের ছবি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। স্যার ছবি হয়ে গেলেন। আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

-অধ্যাপক ড. শামীমা বেগম, অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের মৃত্যুতে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করছি। স্যারের মৃত্যুতে দেশ একজন প্রথিযশা শিক্ষাবিদকে হারালো। দেশ ও জাতির জন্য স্যারের মৃত্যু অপুরণীয় ক্ষতি। সর্বপোরি স্যারের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সবার প্রতি গভীর সমবেদনা রইল।

-মুহাম্মদ তারিক হোসেন, সহকারী মহা-ব্যবস্থাপক ও শাখা প্রধান, অগ্রণী ব্যাক লিমিটেড।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার অভাব অপূরণীয়। সততা এবং মহানুভতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ আপনি। আপনি সততার সাথে নিরলস পরিশ্রম করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে যেভাবে এগিয়ে নিয়েছেন তা আর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে হবে কি-না জানিনা। আল্লাহ আপনাকে জান্নাতবাসী করুন (আমিন)।

মোঃ ইব্রাহীম ফরাজী, সভাপতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ।

প্রিয় অভিভাবকে চির বিদায়। আমার শিক্ষা জীবনে আপনার মতো মহান শিক্ষক দেখা হয়নি। আপনার মতো নির্লোভ, নিরাহংকারী, সাদা মনের এবং জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রকৃত আদর্শের দেশপ্রেমিক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়তো পাবো কি-না - আমাদের জানা নাই। আপনার মৃত্যুতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়। স্যার আপনার জন্য আমার হৃদয় সর্বদা শূন্য থাকবে। এই জায়গায় অন্য কাউকে স্থান দেয়া হয়তোবা হবেনা। আপনাকে পেয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় গর্বিত। সর্বদা সকলে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দান করবেন সেই দোয়া থাকবে।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

-এম. এম. আকতার হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ।

প্রিয় মানুষকে হারালে যেমন হৃদয়ে দাগ কাটে, ঠিক তেমনি ড. ইমদাদুল হক স্যারের প্রস্থানে হৃদয়ে দাগ কেটেছে। উপাচার্য হিসেবে তিনি অত্যন্ত সৎ ও একজন শিক্ষানুগারী মানুষ ছিলেন। স্যারকে ব্যক্তিগতভাবে কাছ থেকে দেখেছি, অনুভব করেছি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একজন ভালো মানুষের খুব প্রয়োজন ছিল। এ ক্ষতি পূরণীয় নয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

-মাহমুদুল হাসান তানভীর, সভাপতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একজন আদর্শবান ও অসম্ভব সৎ ব্যক্তি যিনি কিনা গণতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন। সবার মতামতকে গুরুত্ব দিতেন তিনি। তিনি আমাদের মাঝে নেই- যা আমাদের জন্য দুঃখজনক ও অত্যন্ত বেদনার। বাংলাদেশের ইতিহাসে একমাত্র উপাচার্য যার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই- দুর্নীতির ঘটনা নেই। আমি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যাল প্রেস ক্লাবের পক্ষে স্যারের জন্য দোয়া করছি যেন আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতবাসী করেন (আমিন)।

-মেহেরাবুল ইসলাম সৌদিপ, সাধারণ সম্পাদক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাব।

অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক স্যারের অকাল প্রয়াণে আমরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। স্যার তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নিজের সৎ চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষা ও গবেষণায় স্যারের অবদান অনস্বীকার্য। স্যার সবসময় শিক্ষামূলক সেমিনার ও প্রোগ্রামের ব্যাপারে আমাদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন। পাশাপাশি তিনি গুণীদের কদর করতে জানতেন। স্যারের সম্পর্কে লিখতে গেলে হয়তো একটি পুরো বই লেখা যাবে। স্যারের এই প্রয়াণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।

-মোস্তফা আহমেদ শান্ত, শিক্ষার্থী, আইন বিভাগ,
১৪তম ব্যাচ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক-স্মরণে
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্মরণিকা প্রকাশের লক্ষে গঠিত কমিটি:

১।	অধ্যাপক ড. মিল্টন বিশ্বাস বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	আহ্বায়ক
২।	ড. মোঃ আশরাফুল আলম সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জবি	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ মিঠুন মিয়া সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জবি	সদস্য
৪।	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম উপ-পরিচালক, জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জবি	সদস্য-সচিব।